"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে আধ্যাত্মিক উপার্জনের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করতে হবে, মাথার উপর অনেক বিকর্মের বোঝা আছে, এইজন্য সময় ব্যর্থ নষ্ট ক'রো না"

*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চাদের মন আধ্যাত্মিক উপার্জনের প্রতি থাকবে, তাদের লক্ষণগুলি কেমন হবে?

*উত্তরঃ - তারা কখনও পরনিন্দা-পরচর্চাতে নিজের সময় অপচয় করবে না। জীবিকা নির্বাহ করেও আধ্যাত্মিক উপার্জনে সময় দেবে। অমৃত বেলায় উঠে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করবে। স্মরণের দ্বারাই আত্মা উড়তে থাকবে। ২. তারা বাবার সমান করুণাময় হয়ে নিজের প্রতি ও সকলের প্রতি করুণা বর্ষণ করবে। সবাইকে বাবার পরিচয় দেবে।

*গীতঃ- তুমিই মাতা, পিতাও তুমিই...

ওম্ শান্তি । এই গানে বাচ্চারা মাতা-পিতার মহিমা শুনেছে, যেরকম কোনও ঘরে বাচ্চা থাকলে সেখানে তার মাতা-পিতা, পিতামহও থাকে তাই না। পিতামহের থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় - বাবার দ্বারা, কেননা ঠাকুর্দার সম্পত্তি হল সবথেকে বড় সম্পত্তি। তো এটাও (শিববাবার সম্পত্তি) হল সবথেকে বড়। দুনিয়ার মানুষ তো এসব কিছুই জানে না। বাচ্চারা জানে। তুমিই হলে মাতা... তো এই শব্দ হল ঠাকুরদাদার জন্য। তাই তাঁর পরিচয় সবাইকে শোনাতে হবে। তা যদি সম্মুখে হয় বা প্রোজেক্টারের দ্বারা, ঠাকুর্দার পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। পার্থিব জগতের ঠাকুর্দা সশরীরে থাকেন। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে প্রথমে কে এসেছেন? ঠাকুর্দা (শিববাবা)। যদি প্রোজেক্টরের দ্বারা বোঝাও তাহলে নম্বরের ক্রমানুসারে চিত্র দেখাতে হবে। সর্বপ্রথমে পরমপিতা পরমাত্মার বিষয়ে বোঝাতে হবে। তো পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ আছে? আর প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথে কি সম্বন্ধ আছে? তাই সর্বপ্রথমে শিববাবার চিত্র দেখাতে হবে তারপর হল লিখিত আকারে, যেটা প্রদর্শনীতে বোঝাবে বা ম্যাগাজিনেও লিখবে, সেখানে প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। গীতাতে লেখা আছে ভগবানুবাচ। তো প্রথমে ভগবানের পরিচয় দিতে হবে। তোমাদের সকলের বুদ্ধি উপরে চলে গেছে। সবথেকে উঁচু হলেন পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার শিববাবা। তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর তারপরে এখানে আসো তো যেরকম ঘরে মাতা পিতা আর দাদু থাকেন। তারা হলেন পার্থিব জগতের, আর ইনি হলেন অসীম জগতের। চিত্রের সাথে সব কিছু যেন লিখিত আকারে থাকে। পার্থক্যও বোঝাতে হবে যে অনেক মানুষ হঠযোগ শিখিয়ে এসেছে আর এক পরমাত্মা রাজযোগ শেখাচ্ছেন, যাঁর দ্বারা মুক্তি-জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হচ্ছে। এখানে হলেনই এক নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিব ভগবানুবাচের কথা। যেরকম বাচ্চাদের বুদ্ধিতে লৌকিক মা-বাবা, ঠাকুর্দার কথা স্মরণে আসে। অবিকল তোমাদের বুদ্ধিতেও এরকম হয়। কেবল ইনি হলেন পারলৌকিক, আর তাঁরা হলেন লৌকিক। তোমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে ইনি হলেন শিববাবা। ইনি হলেন আমাদের বাবা তাই তাঁকে স্মরণ করতে হবে, কিন্তু বাচ্চারা ভুলে যায়। অনেক সময় নষ্ট করে। সময় নষ্ট করো'না কেননা মাথার উপর অনেক বিকর্মের বোঝা আছে। আত্মার মধ্যে খাদ পরে গেছে। তাই লিখতে হবে - পরমাত্মা কে? পরমাত্মার চিত্র আর শ্রীকৃষ্ণের চিত্রের উপর বারংবার বোঝাতে হবে। স্বর্গ আর নরকের গোলা খুবই সুপরিচিত। নরকের গোলার উপর লিখে দিতে হবে যে এটা হল রাবন রাজ্য, ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া আর স্বর্গের গোলার উপর লেখো যে এটা হল শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া, তারসাথে সময়ও লিখে দেবে - স্বর্গ এত সময়, নরক এত সময়। দেখো উন্নতি কলা আর অবনতি কলারও চিত্র আছে কেননা অবনতি কলাতে ৫ হাজার বছর আর উন্নতি কলা এক সেকেণ্ডে, তাহলে এটা জাম্প হয়ে গেল। মুখ্যতঃ এই কথাগুলি হল বোঝানোর জন্য, তারপর হল বিরাট রূপ, যেখানে ব্রাহ্মণ টিকি ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় আছে। ব্রহ্মা মুখ দ্বারা রচিত তোমাদের ব্রাহ্মণ কুল হল সুপরিচিত, সর্ব্বোত্তম। তাই সবাইকে বোঝানোর জন্য এই চিত্র অত্যন্ত জরুরী। ভ্যারাইটি ধর্মের ঝাড় আছে, সেটাও ভালো। বাচ্চাদেরকে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। তাই চক্রেরও জ্ঞান শোনাতে হবে যে চক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয় । ব্রহ্মা-সরস্বতীর হিরো-হিরোইনের পার্ট কিরকম! তাই গোলার চিত্রও বড় করে করতে হবে। সর্বাধিক এক থেকে দেড় ঘন্টার প্রোজেক্টার দেখাতে হবে কেননা মানুষ এই সব কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে যায়। গল্প তো কিছু নয় - এসব তো হল জ্ঞানের কথা। প্রথমে যখন লিখবে, তখন ভিতরে আসতে পারবে। তাই দেখানোর জন্য টিকিট রাখতে হবে। পয়সা দিয়ে কাটার জন্য টিকিট নয়, কিন্তু এন্ট্রি পাশ থাকবে। বড় বড় ব্যক্তিদের তো নিমন্ত্রণ দিয়ে আহ্বান করতে হবে কেননা বড়-বড় সুনামধন্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে ওপিনিয়ন লেখাতে হবে। অনেক জনসংখ্যার মাঝে কিভাবে লেখাবে আর কিভাবে প্রজেক্টার শো দেখাবে কেননা বোঝাতেও তো হবে এই জন্য প্রথম দিকে সমাজের বড় বড় ব্যক্তিদেরকে আহ্বান করে লিখিয়ে নিতে হবে তারপর সর্বজনের জন্য করে দিতে

হবে। প্রদর্শনীতেও এরকম তো প্রোজেক্টারেও এইরকম, ম্যাগাজিনেও এই ভালো ভালো চিত্রগুলি বানিয়ে সাথে বুঝিয়ে লেখো তারপর কাউকে উপহার দিয়ে দেবে। হঠযোগ আর রাজযোগের কন্ট্রাস্ট-ও (পার্থক্য) ভালোভাবে লিখতে হবে। হঠযোগও হল একপ্রকারের হিংসা কেননা শরীরকে কষ্ট দেয়। এটা হল তোমাদের অহিংসক যোগ যেটা অতি সহজ। চলতে-ফিরতে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। হিংসক আর অহিংসককেও প্রমাণ করতে হবে। কেউ তো শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য ক্রিয়া করে। তারা পরমাত্মার সাথে মিলিত হতে পারে না, হঠযোগকেও যোগ বলে দেয়। যোগাশ্রম তাই না। এটা হল সহজ রাজযোগ। ঈশ্বরের শেখানো যোগ। তো এটা খুব ভালো করে বোঝাতে হবে। যার বুদ্ধিযোগ সারাদিন পরচর্চা পরনিন্দাতে লেগে থাকে সে আর কি বা বোঝাতে পারবে? যার বুদ্ধিতে থাকবে যে সেবা করতে হবে, সে করবে। ৮ ঘন্টা ধান্দা (ব্যবসা) করে আবার এই উপার্জনও করতে হবে। সেটা হল শারীরিক উপার্জন, এটা হল আধ্যাত্মিক উপার্জন। তো এই উপার্জনে বিশেষ মনোনিবেশ করতে হবে। অনেক যোগাভ্যাস করতে হবে। অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে। যাদেরকে বাবা এক-দু'নম্বরে রাখেন তারাও স্মরণ করে না। ভাষণ তো খুব ভালো করে কিন্তু স্মরণে থাকে না। আত্মা তো স্মরণের দ্বারাই উড়বে, জ্ঞানের দ্বারা থোড়াই উড়বে! স্মরণের দ্বারাই ধ্যানে যায়। এতে জ্ঞানের কথা নেই। ধ্যান তো এক পয়সার কথা হয়ে যায়। কারো কারো তো শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। কোনও কোনও বাচ্চা লেখে যে বাবা আমি আপনাকে চিনেছি। তারা ধ্যানে গিয়ে ব্রহ্মাকেও দেখতে পায় আর প্রেরণাও প্রাপ্ত হয়। তখন সে নিশ্চিত হয়ে যায়। যে বাবাকে কখনও দেখেই নি, সেও লেখে যে আমি বাবাকে অনেক স্মরণ করি। আমি আপনার থেকে উত্তরাধিকার নিয়েই ছাড়বো। আপনি তো জানেন যে আমি স্মরণ করি। যখন বলি আপনি... তখন শিববাবা-ই স্মরণে এসে যায়। তো বন্ধনে আবদ্ধ বাচ্চারা অনেক স্মরণ করে, ততটা সামনে থাকা বাচ্চারাও করেনা। একটাই কথা হল - স্মরণ করো। তবুও গান্ধীজি বলতেন যে রামরাজ্য হোক। এখন তো হল রাবণ রাজ্য। এর উপর তোমরা বোঝাতে পারো। উন্নতি কলা তো পরমাত্মাই করাতে পারেন। বাকিরা তো একে-অপরকে নিচের দিকেই নামাতে থাকে। দেবতারাও নিচে নামতে থাকে। যদিও সুখেই থাকবে কিন্তু কলা তো কম হতে থাকবে তাই না। উকুনের মতো নিচে নামতে থাকে কেননা ড্রামা উকুনের মতোই চলতে থাকে। তো উন্নতি কলা একের দ্বারাই হয়। বোঝানোর জন্য প্রোজেক্টার খুব ভালো। সেন্টারও অনেক বৃদ্ধি হতে থাকবে। বাবা বলেন যে প্রত্যেক ভাষাতে স্লাইডস্ তৈরী করো। কিন্তু এটা করতে পারে এমন কেউ নেই। বাবা যুক্তি তো বলে দিচ্ছেন। কিন্তু এই কাজ করার জন্য লোক চাই, তাহলে সেবা অনেক বৃদ্ধি হতে থাকবে।

বাচ্চাদেরকে নিজেদের ভাই-বোনেদের উপর অনেক দয়া করতে হবে। বাবা হলেন করুণাময় তাই না। আমার আগমনও ভারতেই হয়, অন্য কোনও জায়গায় আমি আসি না। শিব জয়ন্তীও ভারতেই পালিত হয়। কিন্তু জানে না, মনে করো যিশু খ্রীষ্টের জন্ম জয়ন্তী পালন করে তো তার কর্তব্য সম্বন্ধে তারা অবগত থাকে। কিন্তু শিবের কর্তব্য সম্বন্ধে কেউ জানে না। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। ভারত হল সবথেকে বড় তীর্থক্ষেত্র। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম লেখার কারণে এত বড় তীর্থ ভারতের মহিমা লুপ্ত হয়ে গেছে। দেখো মহম্মদ গজনী মন্দির লুট করেছিল, যদি সে জানতো যে এটা তার বাবারই মন্দির তাহলে কি সে লুটপাট করতো? আল্লাহ্-র মন্দিরকে কে লুটবে, যিনি স্বর্গ স্থাপন করেছেন! যদি শিববাবাকে জানতো তাহলে কখনও-ই হাত লাগাতো না। যদিও তারা শিবের কাছে মাথা নত করে, কিন্তু জেনে গেলে তো কখনও-ই লুটতো না। কেবল গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম লেখার কারণে এইসব কিছু হয়েছে। গীতা খন্ডিত হওয়ার কারণে দেখো কি অবস্থা হয়েছে। যদি শিবের নাম হত যে তিনিই গতি-সদ্গতি দাতা। এটা এক বাবার-ই মহিমা। যদি তিনি না আসতেন তাহলে পাবন কি করে হতে? ভারতকে কিভাবে স্বর্গ বানাতে? এসব হল গুপ্ত কথা তাই না। তোমরা জানো যে তোমরা দুর্গতিতে ছিলে। এখন এখানে বসে আছো কিন্তু যাচ্ছো। বাচ্চাদের অনেক খুশিতে থাকতে হবে এই কারণে যে আমরা নিজেদের জন্য রাজত্ব স্থাপন করছি, তো অন্যদেরকেও রাস্তা দেখিয়ে প্রজা বানাতে হবে। অনেক পরিশ্রম করতে হবে। বিষয়টা খুবই সহজ। কেবল বাবাকে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। স্বর্গকে স্মরণ করো, এটা তো হল নরক। আমিই সে-ই... এর অর্থও বাবা বুঝিয়েছেন, আমিই দেবতা ছিলাম, আমিই ক্ষত্রিয় হয়েছিলাম... আর কেউ এইসব কথাগুলিকে বুঝতে পারবে না। তো বিরাট রূপে এটা বোঝাতে হবে যে আমরাই দেবতা হই। এখন আমরা স্বর্গদ্বারে আছি। অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে এখনও কত দেরী আছে? বাবা বলছেন যে তুমি এখনও কতটা তৈরী হয়েছো যে স্বর্গে যেতে পারবে। ড্রামা তো তৈরী হয়েই আছে। যত-যত স্থাপনা হতে থাকবে তো বিনাশ জ্বালা-ও (অগ্নি) ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হতে থাকবে। ধর্মগুলিতে ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে এই পার্টিশান থোড়াই ছিল! তোমরা জানো যে প্রথমে এক দেবতা ধর্ম ছিল। গীত আছে - তোমার সাথে মিলিত হলে আমরা স্বর্গ রাজ্য যোগবলের দ্বারা প্রাপ্ত করবো। বাহুবলে কেউ নিতে পারবে না। তাদের কাছে বাহুবল আছে। রাশিয়া আমেরিকা নিজেদের মধ্যে একমত হয়ে গেলে তো সমগ্র রাজ্য অধিকার করতে পারে। কিন্তু এইরকম হবে

না। যখন দেবতাদের রাজ্য ছিল তখন সেখানে খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ছিলনা। এখন দেবতা ধর্মের

স্থাপনা হচ্ছে। ভারত হল অবিনাশী খন্ড। বাবাও এখানেই এসেছেন তাই না। ড্রামাতে এইরকমই আছে যে যোগবলের দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্ত হবে। ভারতের প্রাচীন যোগ সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু এই যোগ কে শিখিয়েছেন আর কিভাবে, সেটা জানেনা। শ্রীকৃষ্ণ তো যোগ শেখাননি। পরমপিতা পরমাত্মাই যোগ শেখাচ্ছেন। এটা কতোই না পিচ্ছিল কথা যেটা বুদ্ধি থেকে স্খলিত হয়ে যায়। কেউ তো জেনেও ছেড়ে দেয়। তখন বাবা বলেন বুঝদার দেখতে হলে তো এখানে দেখো... বুঝদার উত্তরাধিকার গ্রহণ করে। অবুঝ ছেড়ে দেয়। স্বর্গের উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলে। মহান মূর্খ, মহান বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন দেখতে হলে তো এখানে দেখো। স্বর্গতে সে-ও যাবে কিন্তু প্রজাতে যাবে। তোমরা জানো যে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী প্রজা কিভাবে তৈরী হয়। বাবার ক্রোড় এখানে প্রাপ্ত হয়। মূলবতনে ক্রোড়ের কথা নেই। বাচ্চা যখন জন্ম নেয় তখন গুরুর ক্রোড়ে দেয়। মনে করে যে গুরুর ক্রোড়ে না গেলে তো দুর্গতি প্রাপ্ত করবে। ছোটো বাচ্চারও গুরু করিয়ে দেয়। গুরু ছাড়া গতি নেই, এটা গুরুরা বুঝিয়েছে। জানা নেই কবে শরীর ত্যাগ হয়ে যাবে। সেখানে তো জন্ম নিয়ে পুনরায় গুরুর কাছেই যায়। এখানে তিনটিই হল কম্বাইন্ড। এটা কোনও শাস্ত্রে লেখা নেই যে, এটাই হল গুরু, বাবা, টিচারের ক্রোড়। বাবা জিজ্ঞেস করছেন - শিববাবার বাবা আছে? বলে যে- হ্যাঁ। আচ্ছা শিববাবার টিচার আছে? গুরু আছে? না। কেবল মা বাবা আছে। এটা হল গুপ্ত হিসাব। বাবা বাচ্চার উপর, বাচ্চা বাবার উপর সমর্পিত হয়ে যায়। লৌকিকে বাচ্চা বাবার প্রতি সমর্পণ ভাব রাখেনা, বাবা রাখেন। তো এটা বোঝার বিষয় যে অবশ্যই পরমাত্মা হলেন বাবা, টিচার, সদ্গুরু, তাঁর থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, টিকি (শীর্ষে), ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের, এই নেশায় থাকতে হবে।

২) নিজের সময় বাবার স্মরণে থেকে সফল করতে হবে। আধ্যাত্মিক সেবাতে ব্যস্ত থাকতে হবে। বাবার উপর সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পিত হয়ে যেতে হবে।

বরদানঃ- একরস স্থিতির আসনে মন বুদ্ধিকে স্থির করে সত্যিকারের তপস্বী ভব

তপস্বী সর্বদা আসনে স্থিত থাকে, তারা কোনও না কোনও আসনে বসে তপস্যা করে। তোমাদের, তপস্বী বাচ্চাদের আসন হল - একরস স্থিতি, ফরিস্তা স্থিতি। এই শ্রেষ্ঠ আসনের উপর স্থিত হয়ে তপস্যা করো। যেরকম স্থুল আসনের উপর শরীর বসে, এইরকম শ্রেষ্ঠ স্থিতির আসনের উপর মন-বুদ্ধিকে বসিয়ে দাও আর যতটা সময় চাও, যখন চাও - সেই আসনে বসে যাও। এই সময় শ্রেষ্ঠ স্থিতির আসনের উপর স্থিত আত্মাদেরই ভবিষ্যতে রাজ্যের সিংহাসন প্রাপ্ত হয়।

স্লোগানঃ- অপরের সিদ্ধান্তকে নিজের সিদ্ধান্তের সাথে মিলিয়ে সবাইকে সম্মান দেওয়াই হল মাননীয় হওয়ার উপায় (সাধন) ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;